মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১২

(১)সেই সময় হযরত ইসা আ. এক সাব্বাতে ফসলের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাহাবিদের খিদে পেয়েছিলো এবং তারা ফসলের শিষ ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। (২)তা দেখে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, “দেখুন, সাব্বাতে যা করা উচিত নয়, আপনার সাহাবিরা তা-ই করছে।” (৩)তিনি তাদের বললেন, “ হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন হযরত দাউদ আ. যা করেছিলেন তা কি আপনারা পড়েননি?

(৪)তিনি তো আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর উদ্দেশে দান করা রুটি খেয়েছিলেন, যা হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীদের জন্য খাওয়া ঠিক ছিলো না কিন্তু ছিলো শুধু ইমামদের জন্য।

(৫)অথবা আপনারা কি শরিয়তের নিয়মগুলো পড়েননি যে, সাব্বাতে ইমামেরা বায়তুল-মোকাদ্দসে সাব্বাত অমান্য করলেও নির্দোষ থাকেন? (৬)আমি আপনাদের বলছি, বায়তুল-মোকাদ্দসের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন। (৭)কিন্তু ‘আমি কোরবানি নয়, দয়া চাই’- একথার অর্থ কী, তা যদি আপনারা জানতেন, তাহলে নির্দোষীদের দোষী করতে না। (৮)কারণ ইবনুল-ইনসানই সাব্বাতের মালিক।”

(৯)সেই জায়গা ছেড়ে গিয়ে তিনি তাদের সিনাগোগে ঢুকলেন। (১০)সেখানে এক লোক ছিলো, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো। তাঁকে দোষী করার উদ্দেশ্যে

তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “সাব্বাতে সুস্থ করা কি শরিয়ত-সম্মত?” (১১)তিনি তাদের বললেন, “ধরুন, আপনাদের মধ্যে কোনো একজনের মাত্র একটি ভেড়া আছে এবং সাব্বাতে সেটি একটি গর্তে পড়ে গেলো, তাহলে সে কি সেটিকে ধরে তুলে আনবেন না? (১২)একটি ভেড়ার চেয়ে একজন মানুষ কতোই-না মূল্যবান! সুতরাং সাব্বাতে ভালো কাজ করা শরিয়ত-সম্মত।” (১৩)অতঃপর তিনি লোকটিকে বললেন, “তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।” সে হাত বাড়িয়ে দিলো এবং তা আবার অন্য হাতের মতো ভালো হয়ে গেলো।

(১৪)ফরিসিরা বেরিয়ে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায়, সে-ব্যাপারে চক্রান্ত করতে লাগলেন। (১৫)বিষয়টি জানতে পেরে হযরত ইসা আ. সেখান থেকে চলে গেলেন। প্রচুর লোক তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো আর তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন, (১৬)এবং তিনি তাদের হুকুম দিলেন, যেনো তারা তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে। (১৭)এজন্য যে, নবি ইসাইয়ার মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছে তা যেনো পূর্র্ণ হয়- (১৮)“এই দেখো আমার সেবক, যাকে আমি মনোনীত করেছি, সে আমার একান্ত প্রিয়। আমার অন্তর তার ওপর সন্তুষ্ট। আমি তার ওপর আমার রুহ দেবো এবং সে সমস্ত জাতির কাছে ন্যায়বিচার প্রচার করবে। (১৯)সে ঝগড়াঝাটি কিংবা চিৎকার করবে না; এমনকি পথেঘাটে তার কণ্ঠস্বরও শোনা যাবে না।

(২০)ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আগে সে থেঁৎলানো নলখাগড়া ভাঙবে না কিংবা মিটমিট করে জ্বলতে থাকা বাতি নেভাবে না। (২১)এবং তার নামে সমস্ত জাতি আশা রাখবে।”

(২২)অতঃপর লোকেরা এক ভূতে ধরা, অন্ধ ও বোবা লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি তাকে সুস্থ করলেন। ফলে বোবা লোকটি কথা বলতে ও দেখতে লাগলো। (২৩)এতে সমগ্র জনতা অবাক হয়ে বললো, "তাহলে ইনিই কি হযরত দাউদ আ.-র সেই বংশধর?" (২৪)কিন্তু ফরিসিরা একথা শুনে বললেন, "ও তো কেবল ভূতদের রাজা বেল্সবুলের সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।"

(২৫)তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে তিনি তাদের বললেন, "নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে গেলে প্রত্যেক রাজ্যই ধ্বংস হয়; এবং কোনো শহর কিংবা পরিবার নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে গেলে তা আর টেকে না। (২৬)শয়তান যদি শয়তানকেই ছাড়ায়, তাহলে সে তো তার নিজের বিরুদ্ধেই ভাগ হয়ে যায়; তাহলে তার রাজ্য কীভাবে টিকে থাকবে? (২৭)আমি যদি বেলসবুলের সাহায্যেই ভূত ছাড়াই, তাহলে তোমাদের নিজের লোকেরা কীসের সাহায্যে তাদের ছাড়ায়? তারাই তোমাদের বিচারক হবে। (২৮)কিন্তু আমি যদি আল্লাহর রুহের সাহায্যে ভূত ছাড়াই, তাহলে তো আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। (২৯)কোনো বলবানকে প্রথমে বেঁধে না রেখে কীভাবে একজন তার ঘরে ঢুকে তার ধন-সম্পদ লুট করতে পারে?

(৩০)যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে এবং যে আমার সাথে জড়ো করে না, সে ছড়ায়।

(৩১)এজন্য আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব গুনাহ এবং কুফরি মাফ করা হবে কিন্তু আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে কুফরি মাফ করা হবে না। (৩২)ইবনুল-ইনসানের বিরুদ্ধে কথা বললে মাফ পাবে কিন্তু আল্লাহর রুহের কথা বললে মাফ পাবে না- ইহকালেও না, পরকালেও না।

(৩৩)গাছ ভালো হলে তার ফল ভালো হয় এবং গাছ খারাপ হলে তার ফলও খারাপ হয়। আসলে, ফল দিয়েই গাছ চেনা যায়। (৩৪)অকৃতজ্ঞ জাতি! তোমরা খারাপ হয়ে কেমন করে ভালো কথা বলতে পারো? হৃদয় থেকে যা উপচে পড়ে, মুখ তো তা-ই বলে। (৩৫)ভালো লোক ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালো জিনিস বের করে এবং খারাপ লোক মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে।

(৩৬)আমি তোমাদের বলছি, কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকটি অপ্রয়োজনীয় কথার হিসেব দিতে হবে। (৩৭)তোমার কথা দ্বারাই তুমি নির্দোষ অথবা দোষী বলে গণ্য হবে।"

(৩৮)অতঃপর আলিম ও ফরিসিদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বললেন, "হুজুর, আমরা আপনার কাছ থেকে চিহ্ন হিসেবে একটি মোজেজা দেখতে চাই।" (৩৯)উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "এ-কালের দুষ্ট ও জিনাকারী লোকেরা মোজেজা দেখতে চায় কিন্তু হযরত ইউনুস নবির চিহ্ন ছাড়া আর কোনো মোজেজাই এদের দেখানো হবে না। (৪০)হযরত ইউনুস আ. যেমন সাগরের বিরাট মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন, ইবনুল-ইনসানও তেমনই তিন দিন ও তিন রাত মাটির নিচে থাকবেন।

(৪১)কেয়ামতের দিন নিনবি শহরের লোকেরা উঠে এই কালের লোকদের দোষী করবে; কারণ নিনবির লোকেরা হযরত ইউনুস আ.-র প্রচারের ফলে তওবা করেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত ইউনুসের চেয়েও মহান একজন আছেন!

(৪২)কেয়ামতের দিন দক্ষিণের রানী উঠে এ-কালের লোকদের দোষী করবে; কারণ হযরত সোলায়মান আ. এর জ্ঞানের কথা শোনার জন্য সে দুনিয়ার শেষ

সীমা থেকে এসেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত সোলায়মান আ. এর চেয়েও মহান একজন আছেন!

(৪৩)মানুষের ভেতর থেকে যখন কোনো ভূত বেরিয়ে যায়, তখন সে বিশ্রামের জায়গার উদ্দেশে শুকনো এলাকার ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে কিন্তু কোথাও তা পায় না। (৪৪)শেষে সে বলে, 'যেখান থেকে আমি এসেছি, আমি আমার সেই ঘরেই ফিরে যাবো।' ফিরে এসে সে তা খালি, পরিষ্কার ও সাজানো-গোছানো দেখতে পায়। (৪৫)অতঃপর সে গিয়ে নিজের চেয়েও খারাপ অন্য সাতটি ভূতকে সাথে নিয়ে আসে এবং তারা সেখানে ঢুকে বাস করতে থাকে। ফলে সেই লোকটির প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়। এ-কালের দুষ্ট লোকদের অবস্থা তেমনই হবে।"

(৪৬)তিনি তখনো লোকদের কাছে কথা বলছিলেন, এ-সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সাথে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (৪৭)কোনো এক লোক তাঁকে বললো, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

(৪৮)যে-লোকটি একথা বলেছিলো, উত্তরে হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "কে আমার মা এবং কারা আমার ভাই?"

(৪৯)তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখো, আমার মা ও ভাইয়েরা! (৫০)কারণ যারা আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।"